

ফিচার

ঘূর্ণিঝড় কীভাবে সৃষ্টি হয়, কোন ক্যাটাগরি বেশি ধ্বংসাত্মক?

প্রতিবেদক: ফিচার ডেস্ক

প্রকাশের তারিখ: শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৩:০২ PM



সাগরের শান্ত পানি হঠাৎ চঞ্চল। বদলে যায় বাতাসের মেজাজ।

এর পেছনে সবচেয়ে বড় খলনায়ক সমুদ্রের গরম পানি—কমপক্ষে ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। যখন এই বিশাল জলরাশি থেকে বাষ্প হয়ে ওঠা গরম বাতাস দ্রুত ওপরে উঠে যায়, তখন নিচে তৈরি হয় এক গভীর শূন্যতা। আর সেই ফাঁকা জায়গা দখল করতে চারিদিক থেকে পাগলের মতো ছুটে আসে ঠাণ্ডা বাতাস। পৃথিবীর নিজ অক্ষের ঘূর্ণনের ধাক্কায় এই পুরো বাতাসটা ঘূর্ণিপাকের রূপ নেয়। ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে মেঘের আড়ালে জন্ম নেয় এক দানব—ঘূর্ণিঝড়।

কিন্তু সব ঝড় কি সমান ভয়ঙ্কর?

একেবারেই না। সফির-সিম্পসন স্কেলে ঘূর্ণিঝড়কে ১ থেকে ৫টি ক্যাটাগরিতে মাপা হয়।

এর মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হলো ক্যাটাগরি-৫।

ঘণ্টায় ২৫২ কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি গতিবেগের ঝড়ো বাতাস নিয়ে যখন একটি ক্যাটাগরি-৫ ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আছড়ে পড়ে, তখন প্রলয় নেমে আসে। গাছপালা উপড়ে যাওয়া কিংবা টিনের চাল উড়ে যাওয়া তো সামান্য ব্যাপার; আস্ত দালানকোঠা তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে যায় এতে। এর সঙ্গে যোগ হয় বিশাল জলোচ্ছ্বাস। মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মাইলের পর মাইল লোকালয়।

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশকে এমনই এক বিভীষিকার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। নাম তার ‘সিডর’। সেটি ছিল পূর্ণাঙ্গ ক্যাটাগরি ৫ মাত্রার এক প্রলয়ংকরী সুপার সাইক্লোন। যখন সিডর উপকূলে আছড়ে পড়ে, তখন বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার!

তাছাড়া ঘূর্ণিঝড় ক্যাটাগরি ১ এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৯-১৫৩ কিমি (গাছের ডাল ভাঙে), ক্যাটাগরি ২: ঘণ্টায় ১৫৪-১৭৭ কিমি (ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়), ক্যাটাগরি ৩: ঘণ্টায় ১৭৮-২০৮ কিমি (বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে), ক্যাটাগরি ৪: ঘণ্টায় ২০৯-২৫১ কিমি (উপকূল লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়)

এ বিভাগের আরও খবর



তিন বছর ধরে তালাবদ্ধ ৮২ কোটি টাকার শান্তিনিবাস, গাঁই হয়নি কোনো প্রবীণের
৮২ কোটি টাকা খরচে দেশের আট জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে দুষ্টিহীন-অসহায় প্রবীণদের আশ্রয় [‘শান্তিনিবাস’]। প্রতিটি তিনতলা ভবনে লিফট, জিম, প্রার্থনাকক্ষস...



সাপে কামড়ালে কী করবেন, কী করা যাবে না
অন্ধকার রাত। পথ ধরে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছেন। ঘাসের ওপর খসখস শব্দ। কিছু বোঝার আগেই মুহূর্তে পায়ের ছোবল দিল এক বিষধর সাপ। গ্রামের হাটে বা মাঠে...



৫১০০ মিটার উঁচুতে সোনার আশায় মানুষের বসতি
মেমের ওপরে এক শহর। চারদিকে বরফঢাকা পাহাড়। তীব্র ঠান্ডা। বাতাসও পাতলা। সেখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়াটাই বেন
এক লড়াই। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রা...



পর্যটক যায় হাতে গোনা, মাছেই চলে জীবন। অস্তিত্বের লড়াইয়ে টুভালু
চারিদিকে সীমাহীন নীল জলরাশি। মাঝখানে ছোট্ট এক টুকরো নির্জনতা। মানচিত্রের পাতায় আতশকাচ দিয়ে খুঁজলেও যাকে সহজে
চোখে পড়ে না। প্রশান্ত মহাসাগরের...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/features/ghurnijhd-kibhabe-srishti-hy-kon-kjatagri-beshi-dhbngsatmk>